হাওর কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষা ও
জননেতৃত্বে জলবায়ু অভিযোজন অনুশীলন

হাওরাঞ্চলের বৈচিত্র্য ও জননেতৃত্বে কৃষি অনুশীলনের আলোকচিত্র সমন্বয়

সমন্বয় ও সংকলন

পাভেল পার্থ

সৈয়দ আলী বিশ্বাস

হাওর কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষা ও জননেতৃত্বে জলবায়ু অনুশীলন

সমন্বয় ও সংকলন
পাভেল পার্থ ও সৈয়দ আলী বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪৩০
মার্চ ২০২৪

স্বত্ব
বারসিক

আইএসবিএন

প্রকাশক
বারসিক

মূল্য

প্রচ্ছদ
পাভেল পার্থ ও সৈয়দ আলী বিশ্বাস

Agrobiodiversity of haor areas and peoples led climate adaptation
Compilation by Pavel Partha and Syed Ali Biswas
March 2024
Price:
Published by Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge (BARCIK), Flat-6/A, HN-3/1, Block-F, Lalmatia, Dhaka-1207, www.barcik.org.bd, info@barcik.org.bd

উৎসর্গ

হাওরাঞ্চলের কর্মঠ মানুষ, যারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়
লোকায়ত জ্ঞান ও স্থানীয় প্রাণসম্পদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন

ভূমিকার বদলে

বাংলাদেশকে ত্রিশটি কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। বেসরকারী উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইনডিজেনাস নলেজ (বারসিক)' সাতটি কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চলে কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষা ও গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করছে। এর ভেতর হাওরাঞ্চল এক গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল। বারসিক ২০০৭ সাল থেকে সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে বারসিক নেত্রকোণার মদন ও কলমাকান্দা এলাকার হাওরে কাজ শুরু করে। হাওর এলাকায় অকালবন্যা ও পাহাড়ি ঢল এক বড় ধরণের সংকট তৈরি করছে। এর ভেতরে হাওরবাসী মানুষ টিকে থাকার জন্য নানাধরণের জলবায়ু অনুশীলন ও সংরক্ষণ চর্চা করছে। এসব উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন ও কাজের আলোকচিত্র নিয়েই বইটি গ্রন্থিত হয়েছে।

বাংলাদেশকে যদি ছয় ভাগে ভাগ করা হয়, তার এক ভাগ জুড়ে হাওর জলাভূমি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূত্রমতে দেশের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই সাতটি জেলার ৫৭টি উপজেলার ৫৩৯টি ইউনিয়নে প্রায় ৪২৩টি হাওর। বর্ষাকালে এই জলাভূমি প্রায় ২৪,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ধান, মাছ ও পাথর-বালু এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ। বোরো মওসুমে উৎপাদিত ধানের প্রায় ২০ ভাগ এ অঞ্চল থেকে উৎপাদিত হয়। হাওরে বছরে প্রধানত দুটি রূপ। বর্ষায় নাও আর হেমন্তে পাও। গভীর পানির ধানের বৈচিত্র্যময় এই অঞ্চল প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভরপুর।

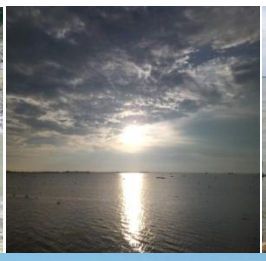

হাওরের গ্রাম, হাওরের প্রাণ

হাওরের গ্রাম গুলো বিল-জলাভূমি থেকে উঁচুতে হয়। গ্রামের বসতির জন্য জায়গা কম থাকে। অনেকে বলে হাটিবান্ধা গ্রাম। আর হাওরের এই গ্রামগুলিতেই জন্ম নিয়েছে বাংলার কিংবদন্তীর গান ও লোককাহিনী। হাওরের গ্রামগুলোর বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত না হলে কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য এবং জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে না।

হাওরের জলাভূমি, কৃষিজমি, প্রাকৃতিক সম্পদে সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত হলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে নতুন অভিযোজন কৌশল অনুশীলনে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে

হিজল, করচ, বরুণের মতো গাছগুলি হাওরের বাস্তুতন্ত্রে এক বিশেষ খাদ্যশৃংখল ও পরিবেশ ভারসাম্য তৈরি করে। এসব খাদ্যশৃংখল রক্ষা জরুরি।

মাছসহ জলজ প্রাণসম্পদ হাওর জলাভূমির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জলজ প্রাণসম্পদ কেবলমাত্র ঐতিহ্যগত পেশা, গ্রামীণ আমিষ ও পুষ্টি চাহিদাই পূরণ করে না, বরং সামগ্রিক খাদ্যব্যবস্থায় অবদান রাখে।

বর্ষায় নাও, হেমন্তে পাও

কুন মিস্তরি নাও বানাইল
কেমন দেখা যায়
ঝিলমিল ঝিলমিল করেরে ময়ূরপংখী নাও
-শাহ আবদুল করিম

হাওর জলাভূমির অন্যতম যানবাহন নৌকা। বলা ভাল নৌকা ভাটির জীবনসঙ্গী। কেবল পারাপার বা ভ্রমণ নয়, কৃষি ফসলের বিস্তার, খাদ্য পরিবহন থেকে শুরু করে নৌকা হাওরাঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম।

গরুসহ গবাদি প্রাণিসম্পদ হাওর কৃষিজীবনের অংশ। হাওরাঞ্চলে একসময় ছিল বিশালসহ গোচারণভূমি ও গোপাট। বর্তমানে হাওরে গোচারণভূমি কমেছে, গোখাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষিকাজে গবাদি প্রাণিসম্পদের ব্যবহার কমেছে।

হাওরের দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট

পাহাড়ি ঢল, অকালবন্যা এবং কখনো অনাবৃষ্টি হাওরের জন্য দুর্যোগ পরিস্থিতি তৈরি করে। একইসাথে বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, কোল্ড ইনজুরি বাড়ছে হাওরে। সীমান্তবর্তী এলাকায় আছে পাহাড়ি বালির আগ্রাসন।

জমি প্রস্তুত ও রোপণ

হাওরাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবার বছরে দুটি সময় সবচে বেশি ব্যস্ত থাকে। বোরো মওসুমে ধান রোপণের সময় একবার এবং এছাড়া ধান কাটা, ঝাড়াই ও পরিবহনের সময়। এ সময় হাওরাঞ্চলে যেন কর্মমুখর পরিবেশ ও মানুষের মেলা বসে।

ফসল তোলার মওসুম

হাওরাঞ্চলে জন্মে টেপী, বোরো, রাতা, চুরাক, হাতিবান্ধার মতো গভীর পানির ধান। ফলে বিভিন্ন শাকসব্জি। এছাড়া হাওরের বিলজলাশয় গুলি বিভিন্ন প্রজাতির ছোট মাছের জন্য বিখ্যাত। কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য রক্ষায় নানাভাবে সচেতনতা বাড়ছে এবং গ্রামীণ নারীদের বীজ সংরক্ষণ ও প্রাণসম্পদ বিনিময়ের চর্চা বাড়ছে।

প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বাড়ছে হাওর এলাকায়।
বাড়ছে পাহাড়ি ঢল ও অকাল বন্যা, একইসাথে কোনো কোনো এলাকায় অনাবৃষ্টি।
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মোকাবেলা করে গড়ে ওঠছে বিভিন্ন অবিযোজন কৌশল।

জলজ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তোলা অভিযোজন চর্চা

হাওরের জলজ পরিবেশ, জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাণসম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে এখানকার অভিযাজন চর্চাগুলো গড়ে ওঠেছে ।

কোনো ভাল কাজের অন্যতম শর্ত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনপরিকল্পনা তৈরি। হাওরের বিভিন্ন গ্রামের পেশাজীবী জনগণ, জেন্ডার ও বয়স ভিন্নতায় সকলের অংশগ্রহণ ও মতামত নিয়ে জনপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। স্থানীয় পর্যায় থেকে এই পরিকল্পনা নাগরিক সমাজের সাথে সহভাগিতা করা হয়।

জনপরিকল্পনা তৈরি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ

কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

নিয়মিত হাওরের বিভিন্ন গ্রামে কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য সুরক্ষা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বীজ সংরক্ষণ, জৈববালাইনাশক, প্রাকৃতিক চর্চা, জৈবপদ্ধতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নানা দিক এবং সামাজিক বৈষম্য রোধ এবং অধিকার রক্ষার নানা বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে আয়োজিত প্রশিক্ষণের শিখন গুলো জনগোষ্ঠীর ভেতর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

আসুন আগামবন্যা, পাহাড়ী ঢল, কালবৈশাখী ঝড়, প্রচন্ড শীত, কুয়াশাসহ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় হাওর এলাকায় ধানের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় রবিশস্য-ফসল চাষ করে দূর্যোগ ঝুঁকি কমাই।

কৃষক নেতৃত্বে হাওর উপযোগী শস্যফসলের জাত গবেষণা ও জাত বাছাই কার্যক্রম একইসাথে স্থানীয় এলাকার জলবায়ু সহনশীল কৃষিচর্চাকে শক্তিশালী করছে। কেবলমাত্র বোরো মওসুমে ধানের জাত নয়; আমন মওসুমের জন্য উপযোগী জাত এবং রবিশস্যের হাওর ও জলাভূমি উপযোগী জাত বাছাই ও সম্প্রসারণে এই গবেষণা ভূমিকা রাখছে।

কৃষক নেতৃত্বে জলবায়ু সহনশীল কৃষি গবেষণা ও অনুশীলন

হাওর জলাভূমি উপযোগী ধানজাত গবেষণা

জলবায়ু অভিযোজন কৌশল অনুশীলন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন কৃষি অনুশীলন

বসতবাড়ি বাগান ভিত্তিক গবেষণা কর্মসূচি

রবিশস্য গবেষণা ও শস্যবৈচিত্র্য

শস্যফসলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, শস্য আবর্তন বাড়ানো এবং শস্যচক্র বাড়ানোর ভেতর দিয়ে কোনো একটি একক ফসলের ওপর চাপ যেমন কমানো সম্ভব এবং একইভাবে তা জলবায়ু সংকটের নানামুখী চাপ সহ্য করতে পারে ।

মাচাপদ্ধতিতে সব্জী চাষ ও কন্দাল ফসলের বৈচিত্র্য

হাওরের আশা বীজব্যাংক

পাহাড়ি ঢল ও অকাল বন্যায় হাওরের ফসল প্রতিবছর তলিয়ে যায়। ফসলের সাথে তলিয়ে যায় বীজসম্পদ। জনগোষ্ঠীভিত্তিক বীজব্যাংক এক্ষেত্রে হাওরবাসীকে নতুন আশার আলো জোগায়। এখানে সবাই যেমন বীজ সংরক্ষণ করতে পারেন, আবার একইসাথে অন্যদের সাথে বীজ বিনিময়ও করতে পারেন। দুর্যোগে বীজসম্পদ বিনষ্ট হলে এইসব বীজব্যাংক নতুনভাবে চাষের সহায়তা করে বীজব্যাংক

বীজ সংরক্ষণের লোকায়ত চর্চা

লোকায়ত জলবায়ু অভিযোজন চর্চা

বন্যা এবং জলাবদ্ধতা হাওরাঞ্চলের এক অন্যতম সংকট । এক্ষেত্রে ভাসমান বীজতলা বা শুকনো বীজতলা বেশ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন কৌশল । এছাড়াও অন্যান্য লোকায়ত অনুশীলনের মাধ্যমে ফসলের চাষাবাদ টিকে থাকার সামর্থ্য অর্জনে ভূমিকা রাখে ।

পরিবারভিত্তিক লোকায়ত জলবায়ু অভিযোজন চর্চা

কৃষিতে জৈব পদ্ধতির চর্চা

জৈব সার তৈরি, ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি, বাগানের পুনঃচক্রায়ণ, জৈব বালাইনাশক ব্যবহার ইত্যাদি জৈব চর্চা গুলি হাওরাঞ্চলের কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

হাওর জলাভূমি উপযোগী গাছের নার্সারী

হিজল, করচ, বরুণ, মনকাঁটা, কদম, মূর্তার মতো হাওর জলাভূমি উপযোগী গাছের সংখ্যা ও প্রজাতি প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। কিন্তু হাওর অঞ্চলের প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশ রক্ষায় স্থানীয় প্রজাতির গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকাংশ নার্সারীতে হাওর উপযোগী দেশীয় গাছের চারা পাওয়া যায় না। তাই হাওর জলাভূমি উপযোগী গাছের চারা দিয়ে নার্সারী গড়ে তোলা হয়েছে।

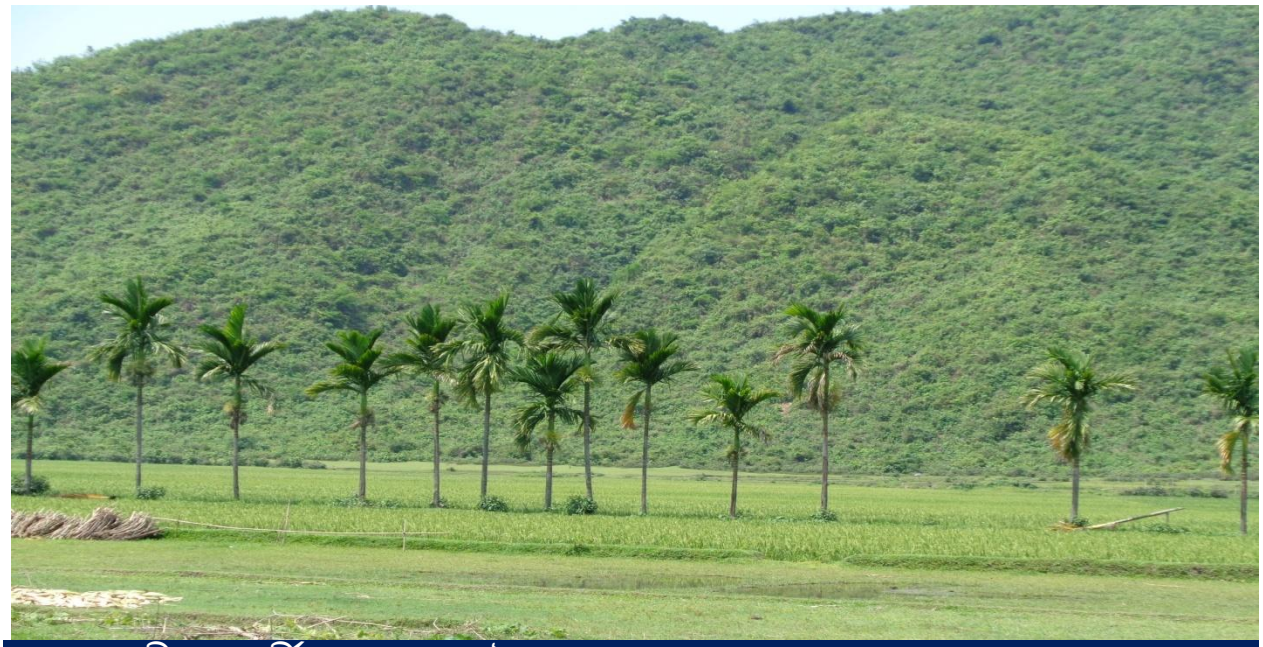

হাওরের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও সংকট

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ বাদে দেশের অন্যান্য সকল এলাকার হাওরাঞ্চল উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্তে অবস্থিত। এক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলি পাহাড়ি ঢল ও ঢলের সাথে নেমে আসা পাহাড়ি বালিতে বেশি সমস্যা ভোগ করে। প্রতিদিন এখানকার কৃষিজমি বিনষ্ট হয়। পানির উৎস পাহাড়ি ছড়া গুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং দেখা যায় এসব পাহাড়ি ছড়ার কারণে ভাঙনও সৃষ্টি হয়। হাওরাঞ্চলের সংকট সমাধানে অবশ্যই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোকে নিয়েই উজান-ভাটির উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে।

হাওর সীমান্তে পানি সংকট ও টিকে থাকার লড়াই

হাওরের সীমান্ত গ্রামগুলিতে পানীয় জলের খুব অভাব। পাহাড়ি ছড়াই খাবার পানির একমাত্র উৎস। খাবার উপযোগী পানীয় জলের জন্য এলাকাবাসী নানা লোকায়ত ফিল্টার তৈরি করে ব্যবহার করেন।

অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে পাহাড়ি ছড়া রক্ষা

পানির প্রবাহ রক্ষা এবং পাহাড়ি ছড়ার ভাঙন প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় দেশজ উপকরণের মাধ্যমে গ্রামবাসী নিজেরাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে অস্থায়ী বাঁধ তৈরি করেন ।

পাহাড়ি বালির আগ্রাসন রোধে দরকার স্থায়ী আন্তঃরাষ্ট্রিক সমাধান

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন বা আন্তঃরাষ্ট্রিক সংলাপের মাধ্যমে হাওরের সীমান্তবর্তী গ্রাম গুলোর পাহাড়ি বালির আগ্রাসন রোধ করা জরুরি ।

বৃক্ষরোপণ ও সবুজবেষ্টনী

হাওর উপযোগী গাছ রোপণ, রক্ষনাবেক্ষণ হাওরের পরিবেশ এবং জীবনজীবিকা সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে। গাছের সারি যেমন হাওরের বসতবাড়িকে আফাল বা প্রবল ঢেউ থেকে রক্ষা করে আবার এটি বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল হিসেবেও ভূমিকা রাখে।

রাস্তা, বাঁধ এবং ফেলে রাখা জায়গাতে হাওর উপযোগী গাছ ও মূর্তা রোপণ করলে এটি হাওরবাসীকে আর্থিকভাবেও লাভবান করে। একইসাথে এর ফলমূল, কাঠ, নানাভাবে হাওরবাসীর উপকারে ভূমিকা পালন করে।

স্বেচ্ছাশ্রমে গ্রামীণ সংস্কার ও মেরামত

স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দুর্যোগের আগে এবং দুর্যোগের পরে রাস্তাঘাটসহ গ্রামীণ নানা ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর সংস্কার হাওরাঞ্চলের জীবনজীবিকা এবং সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে ।

প্রাণ, প্রকৃতি সুরক্ষায় নিয়মিত প্রচারণা ও সংযোগ

হাওরের যুব, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে নিয়মিত বিভিন্ন সভা, অনুষ্ঠান আয়োজন ও দিবসপালনের ভেতর দিয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নানাকাজে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। একইসাথে বিলবোর্ড, প্রদর্শনী প্লট, দৃশ্যমান কর্মতৎপরতার ভেতর দিয়ে নানাধরণের সামাজিক কর্মকান্ড বেগবান করতে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

সবুজ আগামী, সবুজ তারুণ্য

হাওরের প্রাণ,প্রকৃতি ও জীবনজীবিকা সুরক্ষার এই কাজে যুক্ত হয়েছে শিশু, শিক্ষার্থী এবং এক ঝাঁক তরুণ ।

প্রবীণজনের সুরক্ষা

কেবল শিশু, যুব ও নারী নয়; হাওরের প্রবীণজনেরা লোকায়ত জ্ঞান এবং পারিবারিক কৃষির সবচে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ । প্রবীণজনের অধিকার সুরক্ষা করে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে ।

জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করে খাদ্য নিরাপত্তা

হাওরাঞ্চলে কৃষিকাজ ও খাদ্যউৎপাদনে নারী ও পুরুষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নারীর কাজকে নানাভাবে অবহেলা করা হয় এবং স্বীকৃতি দেয়া হয় না। পাশাপাশি নানা সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীদের পিছিয়ে রাখা হয়। নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা এবং তাদের কাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা আরো জোরদাড় হয়।

পারিবারিক কৃষিচর্চা ও বিস্তার

হাওর জলাভূমিসহ বাংলাদেশের কৃষি মূলত পারিবারিক কৃষিচর্চার উত্তরাধিকার। পরিবারের শিশু থেকে প্রবীণ সকলেরই কোনো না কোনো অংশগ্রহণ থাকে গ্রামীণ কৃষিচর্চায়। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ ও অবকাঠামো প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়ার কারণে পরিবারের বিশেষত নতুন প্রজন্ম কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

অচাষকৃত খাদ্য উৎস এবং খাদ্যবৈচিত্র্য সংরক্ষণ

হাওরের জমি এবং জলাভূমি অচাষকৃত কুড়িয়ে পাওয়া খাদ্যের এক চমৎকার উৎস । এই খাদ্যভান্ড সংরক্ষণ এবং অচাষকৃত খাদ্যকে জনপ্রিয়করণরে মাধ্যমে পুষ্টি ও চিকিৎসায় হাওরবাসীর জন্য নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে ।

পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা

হাওরাঞ্চলের জ্বালানি সংকট ক্রমাগত বাড়ছে। হাওর উপযোগী গাছের সংখ্যা বাড়ানো এবং একই সাথে জ্বালানির ওপর চাপ কমানো এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় রেখে পরিবেশবান্ধব চুলা ব্যবহার সম্প্রসারিত হচ্ছে।

অধিকার রক্ষায় প্রচারণা

হাওরের বিভিন্ন সংকট ও সমস্যা ওঠে আসছে জনগোষ্ঠীর নিয়মিত প্রচারণা ও অধিকারভিত্তিক ক্যাম্পেইনের ভেতর দিয়ে ।

অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সফর

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাল উদ্যোগ এবং সফল চর্চা গুলো দেখতে এবং শিখন ও সম্পদ বিনিময় করতে নানা এলাকা থেকে প্রতিনিয়ত মানুষ আসেন এবং হাওরবাসীরা নানা এলাকায় অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে যান ।

সুস্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির অধিকার

হাওরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের সম্পদ । প্রাণ, প্রকৃতি সুরক্ষার ভেতর দিয়ে এই সংস্কৃতি সুরক্ষার কাজকে বেগবান করা যায় এবং একইসাথে হাওরবাসীর মানসিক ও শারিরীক সুস্থতা নিশ্চিত হয় ।

হাওরের জন্য উপযোগী সমন্বিত নীতিমালা

হাওর উপযোগী সমন্বিত নীতিমালার জন্য স্থানীয় সরকার, নীতিনির্ধারক, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের সাথে নিয়মিত ক্যাম্পেইন ও নীতি পরামর্শ কর্মসূচি অব্যাহত আছে ।

বাংলাদেশের হাওরের প্রাণ, প্রকৃতি এবং জীবনজীবিকা সুরক্ষায় বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল নিশ্চিত করতে হবে ।

হাওরের জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে হাওরবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য হাওরবাসী দায়ী নয়!

কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করেই
টিকে থাকার সংগ্রাম করছে হাওরবাসী ।

হাওরবাসীর এই টিকে থাকার সংগ্রামকে
সহযোগিতা ও বেগবান করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ।

হাওরের প্রাণ, প্রকৃতি ও জীবনজীবিকা সুরক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ।